প্রেস রিলিজ **জুলাই ১৪, ২০২১**

করোনা মহামারিতে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রসারে যৌথভাবে বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে হবে

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মহামারির শুরু থেকেই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপস্থিতির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। দূরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমেও অনেক চ্যালেঞ্জ। এমন একটি সময়ে সরকার এবং অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের উচিত যৌথভাবে বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করা, যাতে করে শিশু এবং তরুণদের শিক্ষামূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া যায়।

আজ বুধবার (১৪ জুলাই) "ইনভেস্ট ইন স্কিলস টু বিল্ড রিজিলিয়েন্ট ইয়ুথ" শীর্ষক এক ওয়েবিনারে বক্তারা এই অভিমত দিয়েছেন। এই বছরের বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসকে (জুলাই ১৫) সামনে রেখে ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (এসডিপি) এই ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি মহামারিকালে দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব এবং পরবর্তী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরিতে অংশীদারদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করা।

ব্র্যাক এসডিপি-র ইনচার্জ তাসমিয়া তাবাসসুম রহমানের সঞ্চালনায় এই আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মো: আমিনুল ইসলাম খান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ভিরা মেনডনকা, বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহরিয়ার হাসান এবং এইচএসবিসি বাংলাদেশ এর হেড অফ কর্পোরেট সাসটেইনিবিলিটি সৈয়দা আফজালুন নেসা।

তাসমিয়া তাবাসসুম রহমান তার বক্তব্যে যুব দক্ষতা বিকাশে জন্য একটি স্থিতিস্থাপক ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য অংশীদারত্ব এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

যে সকল শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না তাদের শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ তৈরিতে সরকার এবং অংশীদারেরা যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ভিরা মেনডনকা। তিনি বলেন, “দক্ষতার সুযোগ তৈরি, বিভিন্ন রিফর্ম কার্যক্রম এবং উদ্ভাবনী অংশীদারত্বের পাশাপাশি এই কার্যক্রমগুলো যাতে বর্ধিত করা যায় এবং যাতে করে সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেয়া যায় তা ভেবে দেখতে হবে। এজন্য অংশীদারিত্ব খুবই জরুরী।”

শাহরিয়ার ইসলাম বলেন, “এই মহামারিকালেও তরুণদের জন্য বিভিন্ন কাজের সুযোগ রয়েছে। তবে তাদের সমস্যাগুলোর কার্যকর এবং টেকসই সমাধান দিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।”

BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Bangladesh

T: +88 02 9881265
F: +88 02 8823542
E: info@brac.net
W: www.brac.net

Registered in
Bangladesh under
The Societies
Registration Act of 1860

সৈয়দা আফজালুন নেসা তার বক্তব্যে তরুণদের বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা বের করে আনার নিমিত্তে নিজেদের পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত গুনাবলী তৈরিতে আলোকপাত করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মো: আমিনুল ইসলাম খান বলেন, "আমরা কেউ জানি না এভাবে কতদিন চলবে এবং আমাদের জীবনে তার প্রভাব কত গভীর হবে। আমি মনে করি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা নিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সরকার তরুণদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা জনপ্রিয় করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবে এজন্য প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব মানুষের মধ্যে তুলে ধরা"

তিনি জানান, সরকার সহযোগিতামূলক, সমষ্টিভিত্তিক শিক্ষা এবং মিশ্র শিক্ষন ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিচ্ছ, যাতে করে শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া যায়।

উল্লেখ্য, ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১২ সাল থেকে প্রায় ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৬৪২ জনকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৮৩ হাজার ৮৮৩ জনকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৫৮.০৭% নারী এবং ৭.০৯% প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে ৮৪.৫৩% কে কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৫৮ হাজার ৮৯৯ জন মানুষ এই কর্মসুচির আওতায়কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

ধন্যবাদসহ
সৈয়দ সামিউল বাশার অনিক
লিড, মিডিয়া স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পার্টনারশিপ

BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Bangladesh

T: +88 02 9881265
F: +88 02 8823542
E: info@brac.net
W: www.brac.net

Registered in
Bangladesh under
The Societies
Registration Act of 1860